আলমডাঙ্গায় ৩৭ পরিবারের সাংবাদিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার ৩৭ জন বেকার উন্নত জীবনের আশায় ইতালি যাওয়ার পথে দালালদের হাতে বন্দি মুক্তিপণ দিতে গিয়ে নিঃস্ব পরিবারগুলো পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জানান, আলমডাঙ্গায় ইতালি নেয়ার পথে লিবিয়ায় দালালদের হাতে বন্দি হয়ে আছেন আলমডাঙ্গার ৩৭ জন যুবক। তাদের ওপর চালানো হচ্ছে মধ্যযুগীয় নির্যাতন। ভিডিও কলের মাধ্যমে সেই অমানবিক নির্যাতনের চিত্র দেখিয়ে পরিবারের কাছে মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করছে চক্রটি। অভিযোগ উঠেছে, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের জীবন আহম্মেদ ৩৭ জন নিরীহ যুবককে ইতালি নিয়ে যাওয়ার কথা বলে না পাঠিয়ে প্রতারণা করছে। এ চক্রের সাথে রয়েছে জীবনের ভাই লিবিয়া প্রবাসী বেলগাছি গ্রামের সাগর। নির্মম এ নির্যাতনের ভিডিও দেখে স্বজনরা হয়ে পড়েছেন উদ্বিগ্ন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের জান্টু মেম্বরের ছেলে জীবন আহম্মেদ নিরীহ যুবকদের প্রলোভন দেখিয়ে বলেন-তার ভাই সাগরের মাধ্যমে ইতালি গেলে পাওয়া যাবে মোটা অংকের বেতনের চাকরি। বিনিময়ে প্রত্যেককে ১৩ লাখ টাকা দিতে হবে। এই টাকার বিনিময়ে তাদের দুবাই থেকে ইতালি পাঠানো হবে। তার প্রলোভনে পড়ে ওই গ্রামের ঠান্ডুর ছেলে জীম ও ঠান্ডুর স্ত্রী বেদানা খাতুন, বজলুর রহমানের ছেলে সবুজের মাধ্যমে হাউসপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে মামুনুর রশিদ, খেজুরতলা গ্রামের তামসের আলীর ছেলে মিঠুন, একই গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে তুহিন হক, আব্দুল মজিদের ছেলে তিতাস, আজগর আলীর ছেলে জুয়েল রানা, সাজাহান আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম, তমেজ আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম, হাসান মন্ডলের ছেলে বকুল হোসেন, শওকত আলীর ছেলে নয়ন হক, ফারুক হোসেনের ছেলে আবু সাঈদ, জমসেদ আলীর জুনায়েদ হাসান প্লাবন, আল মামুনের ছেলে আবু জাফর, মহাবুল হোসেনের ছেলে সাগর আলী, মনির উদ্দিন মন্ডলেল ছেলে মিল্টন আলী, অহিদুল ইসলামের ছেলে মোশারফ আলী, নজরুল ইসলামের ছেলে বিপুল হোসেন, নাসির উদ্দিনের ছেলে নিশান মিয়া, আনিছ আলীর ছেলে আব্দুল্লাহ জাহিদ, আলমডাঙ্গা পৌর

এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে সজিব হোসেন, ফজলুর রহমানের ছেলে হৃদয় আহমেদ টিটন, জহুরুল নগরের লাল্টু রহমানের ছেলে সবুজ আলী, কাবিলনগর গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে বিপ্লব হোসেন, ঘোলদাড়ি গ্রামের শ্রী চিত্তরঞ্জনের ছেলে শ্রী সনজিত কুমার, কেশবপুর গ্রামের মাহাবুল ইসলামের ছেলে মামুন আলী, চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের সমীর আলীর ছেলে তরিকুল ইসলামসহ ৩৭ জন বিদেশের উদ্দেশে পাড়ি জমায়।

বিভিন্ন তারিখে নগদ ও ব্যাংকের মাধ্যমে ১৩ লাখ টাকা করে পরিশোধ করে। টাকা পেয়ে জীবন গং ভুক্তভোগীদের দুবাই নিয়ে যায়। দুবাই থেকে ইতালি নিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও তারা প্রতারণা করে দুবাই থেকে লিবিয়া নিয়ে যায়। লিবিয়ায় নিয়ে গিয়ে একটি গোপন কক্ষে আটকিয়ে রেখে মধ্যযুগীয় কায়দায় শারীরিক নির্যাতন করে। লিবিয়ায় অমানবিক নির্যাতনের ভিডিও মোবাইলের মাধ্যেমে দেশে এসব যুবকদের স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে মোটা অংকের টাকা নিয়েছে। টাকা নেওয়ার পরও তারা ওইসব যুবকদের সেখানে আটকিয়ে রেখে জন প্রতি আরও ২২ লাখ টাকা দাবী করছে। এ অবস্থায় ভুক্তভোগী যুবকদের স্বজনরা মোবাইলে এ দৃশ্য দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তারা না পারছেন টাকা পাঠাতে না পারছেন সেখান থেকে তাদের মুক্ত করতে। কোন উপায় না পেয়ে সঠিক পথ খুঁজে পেতে ও বিচারের আশায় যাদবপুর গ্রামের আব্দুস সুবহানের স্ত্রী ছাবিনা খাতুন, খেজুরতলা গ্রামের নাসির উদ্দিনের স্ত্রী সাবানা খাতুন ও জুয়েল আলীর স্ত্রী পলি খাতুন হাউসপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে মাসুদ রানা, খেজুর তলা গ্রামের ওহিদুল ইসলামের স্ত্রী কল্পনা খাতুন থানা পুলিশের নিকট অভিযোগ দিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতারকদের গ্রেফতারসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন ভুক্তভোগী ৩৭ জনের পরিবারের সদস্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভুক্তভোগী জুয়েল রানার স্ত্রী পলি খাতুন।

এবিষয়ে জানতে চাইলে চুয়াডাঙ্গা সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান লালন বলেন, আমরা ভুক্তভোগী পরিবারের নিকট থেকে অভিযোগ পেয়েছি। আমরা দালালদের গ্রেফতারে অভিযান পরিচালনা করছি। একইসাথে এটা নিয়ে সিআইডির সাথে কথা হয়েছে। তারাও প্রকৃত ঘটনা উন্মোচনসহ অপরাধী সনাক্ত ও আটকে কাজ করবে।

দর্শনায় সাবেক ইউপি সদস্য আবু সালেসহ গ্রেফতার ৪

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দোস্ত গ্রামে দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার সাবেক ইউপি সদস্য আবুসালেসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে, আজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দোস্ত গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে নিজ নিজ বাড়ি থেকে ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা থানার দোস্ত গ্রামের বসতি পাড়ার বাবু ছেলে ইমন (২৮) সাবেক বেগমপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য অজিত কাজীর ছেলে আবু সালেহ (৫০) আবু সালের ছেলে তুষার (২৫) ও তুহিন (২৭) কে গ্রেফতার করেছে। আজ তাদের ৪ জনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

দামুড়হুদায় ট্রান্সফরমার চুরির মামলায় আটক ১

দামুড়হুদায় ট্রান্সফরমার চুরির মামলায় আজগর আলী নামে ১ জনকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুর ১টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হুদাপাড়া গ্রামবাসী তাকে আটক করে।

পরবর্তীতে আটকের বিষয়টি দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীরকে জানানো হলে কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ি ইনচার্জ এস আই নিয়ামুল তাকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হুদাপাড়া গ্রাম থেকে আটক

করে দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে আসে।

আটককৃত এজাহার নামীয় ১ নং আসামি হল কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামের মৃত আজমত আলীর ছেলে আজগর আলী (৩৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামের আলিহিম মন্ডলের ছেলে সাইফুল ইসলাম (৫১), বাদী হয়ে দামুড়হুদা থানাধীন শিবনগর মৌজাস্থ সেজোতলার মাঠ, শিবনগর হতে ০৬ (ছয়) টি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের মধ্যে থাকা তামার কয়েল সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ, মূল্য আনুমানিক ৪,০৫,০০০/- (চার লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা চুরি করার অপরাধ উল্লেখ করে এজহার নামীয় ধৃত ১। নং আসামি আজগর আলীসহ ৭ জনের নাম উল্লেখ্য করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি এজহার দায়ের করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর বলেন ট্রান্সফরমার চুরির মামলায় এজাহার নামীয় ১ নং আসামি আজগর আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে আগামীকাল বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দর্শনায় যৌথ বাহিনীর হাতে ফেনসিডিল ব্যবসায়ী ও ডাকাত শাহাবুল গ্রেফতার

দর্শনার ফেনসিডিল ব্যবসার গড-ফাদার ও দুঃধর্ষ ডাকাত শাহাবুল হোসেন যৌথ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছে। দর্শনা মেমনগর বাগদী পাড়ার গোলজার হোসেনের ছেলে চোরাচালান, ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপকর্মের হুতা শাহবুল ইসলাম (৪৩) কে যৌথবাহিনী আটক করেছে।

আজ বুধবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে তাকে গ্রেফতার করে দর্শনা থানায় সোর্পদ করেছেন। শাহাবুলের বিরুদ্ধে দর্শনা ও দামুড়হুদা মডেল থানায় ১০টি মামলা রয়েছে বলে দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর জানান।

কি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন,

দর্শনা পরানপুর গ্রামের জহিরউদ্দীন জোয়াদ্দারের ছেলে রবিউল ইসলামের করা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে বলে জানান দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর।

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর জীবননগর শাখার আহবায়ক কমিটি গঠন

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর জীবননগর শাখার আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৭ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটিতে সাংবাদিক আতিয়ার রহমানকে আহবায়ক এবং সাংবাদিক মতিয়ার রহমানকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করা হয়েছে।

কমিটি গঠন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক আতিয়ার রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি জহির রায়হান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সাধারন সম্পাদক আদিল হোসেন।

আহবায়ক কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-রাজেদুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তরিকুল ইসলাম, বাউল শিল্পী আজাদ, শাহজান আলী লিটন, মিঠু মিয়া, মুন্সী রিপন হোসেন, সবুজ হোসেন, শরিফ উদ্দিন, শাহাব উদ্দিন, খাজা মতিয়ার শাহ, স্কুল শিক্ষক ও লেখক শফিকুল ইসলাম, সেলিম হোসেন, রফিক শাহ, লাল্টু মিয়া, আলী হোসেন ও আব্দুল খালেক।

উল্লেখ্য, উক্ত আহবায়ক কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে কার্যকরি ভুমিকা পালন করবেন।

দর্শনায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে সড়ক বন্ধ করে আন্দোলন

চুয়াডাঙ্গা দর্শনায় ডি.এস ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ মাও. শফি উদ্দিন মোল্লার পদত্যাগের দাবিতে প্রায় এক ঘন্টা সড়ক বন্ধ করে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছে। পরে দর্শনা থানার ওসি শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আশ্বস্ত করাই তারা সড়ক ছেড়ে মাদ্রাসায় ফিরেছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে এ আন্দোলন করে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা।

জানাগেছে, দর্শনা ডি.এস ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ মাও. শফি উদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ তুলে শিক্ষার্থীরা তার পদত্যাগের দাবিতে এ আন্দোলন করে। বেলা ১১ টা ৪৫ থেকে ১২ টা ২৫ পর্যন্ত ৪০ মিনিট ধরে শিক্ষার্থীরা রাস্তা বন্ধ করে এ আন্দোলন করতে থাকে। যার ফলে দূর পাল্লার পরিবহন, ট্রাক, মাইক্রো-বাস, ইজিবাইক, ভ্যান, মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল সহ এ সড়কে চলাচলকারী পথচারীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। পরে খবর পেয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর থানার অফিসার ফোর্স সহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আস্বস্ত করে তাদেরকে সাথে নিয়ে মাদ্রাসার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ সহ অন্যান্য শিক্ষক, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নেতা এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করেন। বিষয়টি প্রায় সমাধানের পর্যায়ে রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ হচ্ছে- দাখিল (এসএসসি) পরিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা টেস্টে একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে পরিক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। মাদ্রাসার ঘর ভাড়া দিয়ে ফান্ডে টাকা থাকার সত্বেও গরীব শিক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন করতে মাদরাসা ফান্ড থেকে সহায়তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করা। তিনি দ্বায়িত্ব নিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী দিনে দিনে কমে যাওয়া। মাদ্রাসার ঘর/গোডাউন ভাড়া নেওয়া লোকজন মাদ্রাসা চলাকালীন সময়ে সেখানে শিক্ষার্থীদের সামনে সিগারেট ধরিয়ে যাওয়া-

আসায় কোন বাঁধা না দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা সেখানে সিগারেট খাচ্ছে এসব বিষয়ে কোন পদক্ষেপ না নেওয়া সহ বেশ কিছু অভিযোগ তুলে শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলন করে।

এ বিষয়ে মাদ্রাসার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ মাও. শফি উদ্দিন মোল্লা বলেন, আমার বিরুদ্ধে যেসকল অভিযোগ করা হয়েছে তা পরিকল্পিত ও ভিত্তিহীন। শিক্ষার্থীদের পিছনে কোন এক ইন্দোনদাতা অপশক্তি হিসাবে কাজ করছে আমাকে হেও প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। তবে আমি আমার জায়গা থেকে সঠিকভাবে দ্বায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছি।

আলমডাঙ্গায় জার্মানি প্রবাসীর সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে জীবন আহম্মেদ তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যে দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তিনি আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

লিখিত এ সংবাদ সম্মেলনে জীবন আহম্মেদ জানান, দীর্ঘ ১৩ বছর জার্মানি প্রবাস শেষে গত ৩ মাস আগে দেশে এসেছেন। তার বড় ভাই সাগর লিবিয়া প্রবাসী। তার বড় ভাইয়ের নামে ইটালি পাঠানোর নাম করে খেজুরতলা গ্রামের ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম রফি এলাকার অনেকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে লিবিয়ায় পাঠিয়েছে। তাদের দুর্দশা-দুর্ভোগ সম্পর্কে আমি অবগত নই। আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। আমি তিন মাস আগে দেশে আসলেও তারা প্রায় ৯ মাস আগে বিদেশ যাবার জন্য রফির নিকট টাকা দেয় এবং তারা লিবিয়ায় যায় । আমি এবং আমার চাচি বেদেনা খাতুন সহ পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। প্রকৃতি অর্থে রফি মেম্বার ওই সকল ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিয়ে সাগরের সাথে লেনদেন করেছে। এ বিষয়ে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার কেউই এই ঘটনার সাথে জড়িত নই। বিষয়টি তদন্ত করলেই প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

এমতাবস্থায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উন্মোচনের জন্য

প্রশাসনের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি।

দামুড়হুদায় টিসিবির পণ্য বিতরণ ; কার্ড আছে পণ্য নাই

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির কার্ড আছে কিন্তু পণ্য নেয়। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টা থেকে পণ্য বিতরণ শুরু হয়ে বিকাল ৪ টার আগেই পণ্য বিতরণ শেষ, কিন্তু তখনো বেশ কয়েক জনের কার্ড আছে তবে পণ্য নেই।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, আজ দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য বিতরণ করা হয়েছে। ইউনিয়নে মোট ২২০৬ টি কার্ড বিতরণ করা হয়। বিকাল ৪ টার দিকে দেখা যাই পণ্যবিতরণ শেষ। কিন্তু তখনো ১৪ জনের পণ্য বিতরণ হয়নি। ১৪ জনের হাতে ১৪ টি টিসিবির কার্ড আছে কিন্তু পণ্য নেয়। তাহলে পণ্য গেলো কোথায়? এর কোন সদুত্তর পাওয়া যাইনি। হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির ডিলার এর দায়িত্ব পালন করে দামুড়হুদার তামিম স্টোর এর স্বত্বাধিকারী শফিকুল ইসলাম। টিসিবির পণ্য বিতরণ হচ্ছে কিন্তু ট্যাগ অফিসারের দেখাও পাওয়া যাইনি।

ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান জানান টিসিবির পণ্য বিতরণ করা হবে এবিষয়ে আমাকে কিছু জানানো হয়নি, যার কারনে আজ আমি হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে যাইনি। কার্ড আছে পণ্য নেই শুনে স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, পণ্য বিতরণ করে ডিলার। কয়জনকে দেওয়া হয়েছে আর কয়জনকে দেওয়া হয়নি তা ডিলার জানে। কারন টিসিবির কার্ড ছাড়া পণ্য বিতরণের কোন সুযোগ নেই। তাহলে কার্ড থাকলে পণ্যও থাকতে হবে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৪ জনের টিসিবির পণ্য কিনে দেয় ডিলার।

এবিষয়ে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন বলেন, ১৪ জনের টিসিবির পণ্য বিতরণ বাকী থাকতেই ডিলারের পণ্য বিতরণ শেষ হয়ে যায়, পরে পণ্য নিয়ে এসে ডিলার বাকী থাকা ১৪ জনের মাঝেই পণ্য বিতরণ করা হয়।

দর্শনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার উপলক্ষে মানববন্ধন

আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ফ্যাসিস্ট সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষের গুম খুন বিচার বহির্ভূত হত্যা বিচারের দাবিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১২ টার দিকে দর্শনা সরকারি কলেজ শহীদ মিনারের সামনের সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, দর্শনা থানা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ফরহাদ হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফজলুর রহমান, সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক আসিফ হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহমেদ, ১ নং সদস্য হাসান আলী, দর্শনা পৌর ছাত্রদল নেতা শেখর শাওন ও আরিফ হোসেন, ডিপার্টমেন্ট নেতৃবৃন্দ অমিন হাসান, মুস্তাফিজুর রহমান সাইফ, ইমন, লিখন, আবিদ, সজীব, মেহেদী হাসান সহ সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় শুরু হলো অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৪

‘অর্থনৈতিক শুমারিতে তথ্য দিন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে অংশ নিন’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় শুরু

হয়েছে অর্থনৈতিক শুমারি।

আজ মঙ্গলবার থেকে আগামি ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫ দিন চলবে এই অর্থনৈতিক শুমারি। অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্পের আওতায় এই জেলায় তিন ধাপে এই শুমারি কার্যক্রম চলবে সরকারি বে-সরকারি সব প্রতিষ্ঠানে। শুমারিতে দেশে অবস্থিত সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান, কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত সকল খানা ও সকল প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি খামার এই শুমারি আওতাই পড়বে। সময়ের বিবর্তনে একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রণয়নে এই শুমারির লক্ষ্য। অর্থনৈতিক শুমারির উদ্দেশ্য হয়ে কাজ করবে, খানা ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাঠামো নির্ধারণ। শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সকল অর্থনৈতিক ইউনিট সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনবলের হিসাব নিরূপণের পাশাপাশি তাদের ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান মৌলিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। ইউনিটের স্থায়ী সম্পদ ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং শ্রেণিভিত্তিক সংখ্যা নির্ধারণ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, গবেষকসহ বিভিন্ন অংশীজনদের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হবে এই শুমারি চলাকালিন।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘শুরু হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক শুমারি। সবাইকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগীতার আহ্বান এই শুমারি কার্যক্রমে। আর এই শুমরির উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি বেসরকারি অফিস ও বিভিন্ন খামার ভিত্তিক এবং কৃষি ভিত্তিক অফিস গুলোতে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তা সবাই তথ্যদিয়ে সহযোগিতা করবেন। এতে দেশ ও দেশের অর্থনৈতিক ভুমিকায় কাজ করবে। এই তথ্য সংগ্রহ করার পর এই জেলার প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনায় কাজে আসবে’।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ে সুত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গায় জেলায় অর্থনৈতিক শুমারিতে তথ্য সংগ্রহে কাজ করছে ৭৭৩ জন নারী পুরুষ। এই কার্যক্রম সফল করতে সুপার ভাইজার নিয়োজিত করা হয়েছে ১৫০ জন। জোনাল অফিসার আছে ২১ জন ও জেলা শুমারি সমন্বয় ১ জন।